মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে মাসুদ অরুণের নেতৃত্বে মিছিল

মহান বিজয় দিবস ২০২৫ ও স্বাধীনতার স্মরণে মেহেরপুর বিএনপির উদ্যোগে একটি বর্ণাঢ্য বিজয় মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার কলেজ মোড় থেকে এই মিছিলটি বের হয়।

এই মিছিলে নেতৃত্ব দেন মেহেরপুরে-১ আসনের মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি ও মেহেরপুর সরকারি কলেজ সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, জেলা মহিলা দলের সভাপতি সায়েদাতুন্নেসা নয়ন।

মিছিলে জেলা, পৌর, সদর ও মুজিবনগর উপজেলার বিএনপির নেতাকর্মীরা অংশগ্রহণ করেন।

মহান বিজয় দিবসে এবি পার্টি মেহেরপুর জেলা শাখার শ্রদ্ধাঞ্জলি ও শুভেচ্ছা বিনিময়

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি), মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নিবেদন করা হয়। এ উপলক্ষে সকালবেলা শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগকারী শহীদদের স্মরণ করা হয়।

বিজয় দিবস শুধু একটি দিবস নয়- এটি বাঙালি জাতির হাজার বছরের লাঞ্ছনা, শোষণ ও সংগ্রামের চূড়ান্ত বিজয়ের প্রতীক। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত এই স্বাধীনতা আমাদের গর্ব, আমাদের অহংকার এবং আমাদের দায়িত্ববোধের চিরন্তন প্রেরণা। এই দিনে এবি পার্টি মেহেরপুর জেলা শাখা নতুন প্রজন্মের মাঝে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছড়িয়ে দেওয়া, গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর-১ আসনে বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)’র মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ও সহকারী সমন্বয়ক মো: রফিকুজ্জামান রফিক, সহকারী সমন্বয়ক মো: নুরুজ্জামান তাজল এবং সহকারী সমন্বয়ক মোঃ আসাদুজ্জামান খান রাজু। স্থানীয় নেতাকর্মী, এ বি যুব পার্টির নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

মো: রফিকুজ্জামান রফিক বলেন, “মহান বিজয় দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয়- এই দেশ কোনো উপহার নয়, এটি লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত। বিজয়ের এই দিনে আমরা শপথ নিই, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে একটি দুর্নীতিমুক্ত, মানবিক ও জনগণের কল্যাণভিত্তিক বাংলাদেশ গড়ে তুলব। এবি পার্টি মানুষের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় আপোষহীনভাবে কাজ করে যাবে।”

মো: নুরুজ্জামান তাজল বলেন, “বিজয় দিবস আমাদের ঐক্য, সাহস ও আত্মত্যাগের শিক্ষা দেয়। শহীদদের স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়তে হলে তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে আসতে হবে। গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ও সামাজিক সমতার ভিত্তিতে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনে এবি পার্টি বদ্ধপরিকর।”

শেষে এবি পার্টি মেহেরপুর জেলা শাখার পক্ষ থেকে মহান বিজয় দিবসে দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয় এবং স্বাধীনতার চেতনায় দেশ গঠনে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে জামায়াতের বিজয় র্যালি

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী জেলা শাখার যুব বিভাগের উদ্যোগে বিজয় র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকেলে ৩টার দিকে জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী তাজউদ্দিন খানের নেতৃত্বে র্যালিটি অনুষ্ঠিত হয়।

র্যালিটি জেলা মডেল মসজিদের সামনে থেকে শুরু হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে কাথুলী বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে শেষ হয়।

র্যালিতে উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতে ইসলামীর সূরা কমিটির সদস্য ও সেক্রেটারি মো. ইকবাল হুসাইন, জেলা নায়েবে আমির মাহবুব উল আলম, জেলা রাজনৈতিক সেক্রেটারি মাওলানা রুহুল আমিন, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, মুজিবনগর উপজেলা আমির খান জাহান আলী, পৌর আমির সোহেল রানা ডলার, সদর উপজেলা সেক্রেটারি জাব্বারুল ইসলাম, ইসলামী ছাত্রশিবিরের জেলা সভাপতি আব্দুস সালাম ও জেলা সেক্রেটারি সাইদুর রহমান।

মুজিবনগরে মহান বিজয় দিবসে বিএনপির পুষ্পস্তবক অর্পণ

মুজিবনগরে জেলা ও উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলামের নেতৃত্বে উপজেলা বিএনপি, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল, কৃষক দল ও ছাত্রদলসহ বিএনপির অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা বিজয় র্যালি সহকারে মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ কমপ্লেক্সের স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে মহান

মুক্তিযুদ্ধসহ সকল শহীদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক হারুন অর রশিদ, বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রফিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক ইসলাম আলী, জেলা যুবদলের দপ্তর সম্পাদক হাবিবুর রহমান ভিকু, উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব আনোয়ারুল ইসলাম, স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা জেমস, মেহেরপুর সরকারি কলেজ ছাত্রদলের আহ্বায়ক ফাহিম আহনাফ লিংকন, মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব আজিজুর রহমান আফিরুল, উপজেলা জাসাসের সভাপতি হেলাল খানসহ উপজেলা বিএনপি, যুবদল, কৃষক দল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা।

মেহেরপুরে প্রচারসামগ্রী অপসারণ হয়নি অনেক এলাকায়

এবারই প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পোস্টার ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী, নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর সম্ভাব্য প্রার্থীদের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সব ধরনের প্রচারসামগ্রী সরিয়ে নেওয়ার কথা বলা হয়।

গত শনিবার সন্ধ্যা ৬টায় সেই সময়সীমা শেষ হলেও মেহেরপুরের অনেক এলাকায় এখনো প্রচারসামগ্রী অপসারণ করা হয়নি।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার আমীর ও মনোনীত প্রার্থী তাজউদ্দিন খান মেহেরপুরের বিভিন্ন স্থানে তাঁর প্রচারসামগ্রী সরিয়ে আইনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখালেও সব এলাকায় নির্দেশনা পুরোপুরি মানা হয়নি।

সরেজমিনে দেখা গেছে, সময়সীমা পার হয়ে গেলেও শহরের কাথুলী রোড, শামসুজ্জোহা পার্ক, হোটেল বাজার ও বড় বাজার এলাকাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এখনও পোস্টার, ব্যানার ও ফেস্টুন ঝুলে আছে। শহরের প্রধান সড়ক ও অলিগলিতেও প্রচারসামগ্রী চোখে পড়ছে।

নির্বাচন কমিশনের বেঁধে দেওয়া সময় শেষ হলেও পরিস্থিতির তেমন কোনো পরিবর্তন দেখা যায়নি।

প্রচারসামগ্রী অপসারণের বিষয়ে প্রার্থীদের মধ্যে দায়সারা মনোভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে কর্মীদের নিজ উদ্যোগে পোস্টার সরানোর নির্দেশ দিয়েই দায়িত্ব শেষ করছেন প্রার্থীরা।

সরেজমিনে আরও দেখা যায়, মেহেরপুরের কমিউনিটি সেন্টার, শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কের গেট, পৌর কবরস্থানের সামনে, বড় বাজার, হোটেল বাজার, খামারবাড়ির সামনে, কাথুলী রোড ও ফৌজদারি পাড়াসহ বিভিন্ন এলাকায় জামায়াতে ইসলামী জেলা শাখার আমীর তাজউদ্দিন খানের ব্যানার, পোস্টার ও ফেস্টুন ঝুলতে দেখা গেছে।

এদিকে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুনের অন্য কোনো এলাকায় কোনো ধরনের ব্যানার বা ফেস্টুন চোখে পড়েনি। তবে শহরের কাথুলী রোডের বিভিন্ন জায়গায় তাঁর প্রচারণার স্টিকার দেখা গেছে।

এবিষয়ে সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) খাইরুল ইসলাম জানান, সব জায়গাতেই নির্বাচনী প্রচারসামগ্রী অপসারণের কথা। এখনো যদি কোথাও প্রচারসামগ্রী থেকে থাকে, আমাদের আচরণবিধি ম্যাজিস্ট্রেট আছেন তাঁকে বিষয়টি জানানো হবে এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

শরীফ ওসমান হাদীকে গুলিবিদ্ধের প্রতিবাদে মেহেরেপুর জেলা বিএনপির মিছিল

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৮ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরীফ ওসমান হাদীকে গত ১২ ডিসেম্বর দুপুরে গুলিবিদ্ধ করার ঘটনা এবং এর আগে ৫ নভেম্বর চট্টগ্রাম-৮ আসনে বিএনপির মনোনয়নপ্রাপ্ত প্রার্থী ও চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক এরশাদ উল্লাকে গণসংযোগকালে সন্ত্রাসীদের

গুলিবর্ষণের ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের আশু শাস্তির দাবিতে মেহেরপুর জেলা বিএনপির উদ্যোগে প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) বিকেলে মেহেরপুর জেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বিআরটিসি কাউন্টারের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

মিছিলে নেতৃত্ব দেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টু, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকা বিল্লাহ, জেলা শহীদ জিয়া সংসদের সভাপতি আলিফ আরাফাত, সদর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক গাজিউর রহমান গাজু, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ বিশ্বাস, জেলা যুবদলের সদস্য মেহেদী হাসান রোলেক্স, সদর যুবদলের আহ্বায়ক লিয়াকত আলী, সদর যুবদলের সভাপতি হাসিবুল ইসলাম স্বপন, বুড়িপোতা-মেহেরপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি নাসির উদ্দিনসহ বিএনপি ও সহযোগী অঙ্গসংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী।

মিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তারা বলেন, রাজনৈতিক সহিংসতা ও সন্ত্রাসী হামলা গণতন্ত্রের জন্য মারাত্মক হুমকি। অবিলম্বে উভয় ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আরও কঠোর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলে তারা হুঁশিয়ারি দেন।

মেহেরপুরের ৪ নং ওয়ার্ডের হঠাৎ পাড়ায় বিএনপি’র উঠান বৈঠক

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি’র উদ্যোগে মেহেরপুরে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) বিকেলে ৪ নং ওয়ার্ডের হঠাৎপাড়ায় এ উঠান বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

জেলা মহিলা দলের সভাপতি সায়েদাতুন্নেসা নয়নের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও মেহেরপুর-১ আসনের মনোনীত পার্থী মাসুদ অরুন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি ও মেহেরপুর সরকারি কলেজের সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, জেলা মহিলা দল এবং ৪নং ওয়ার্ডের বিএনপি কর্মীরা।

তরুণ ভোটাররা প্রভাব ফেলবে নির্বাচনে

যতই দিন ঘনিয়ে আসছে ত্রয়োদশ নির্বাচন নিয়ে মানুষের মঝে বাড়ছে নির্বাচনী উত্তাপ। আগামী বছর ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম প্রান্তিকে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। এলক্ষ্যে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের প্রস্তুতি নিতে রাতদিন মাঠে কাজ করে যাচ্ছে।

গত ৩ নভেম্বর বিএনপির পক্ষ থেকে ২৩৭ জন এবং ৩৬জনের সম্ভাব্য প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে। সেই তালিকায় ঝিনাইদহ জেলার মাত্র ১টি আসনের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। বাকী ৩টি অসনের প্রার্থীর নাম চুড়ান্ত না করায় বিএনপির মধ্যে অস্বস্তি দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে ঝিনাইদহ-২ আসনে বিএনপির মধ্যে এই বিষন্নতা বেশি দানা বাধার কারণ হলো সমমনাদের নিয়ে জোটগত ভাবে নির্বাচন করার ঘোষণাকে কেন্দ্র করে।

চুড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণা না হলেও অনেকে মনে করছেন স্বৈরাচার হাসিনা সরকারের পতনের সময় যুগপথ আন্দোলনের শরিক বাংলাদেশ গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খানকে এই আসনটি ছেড়ে দিতে পারে। আবার বিএনপি তৃনমূল নেতা কর্মীরা মনে করেণ ঝিনাইদহ-২ আসনটি জেলার রাজনীতিতে ব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে, ফলে নমিনেশন যদি অন্য দলকে দেয়া হয় তাহলে জেলার রাজনীতিতে বিএনপির উপরে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে, দলে বিভক্তি রাড়বে। এমনকি এই ছিট বিএনপির

হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এখানে জামায়াতের অবস্থান ভাল এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী দাড়ানোর সুযোগ পেলে তিনিও পাশ করার সম্ভবনা রয়েছে। তবে বিএনপির প্রার্থীকে মনোনয়ন দিলে পাশের ব্যাপারে তারা শতভাগ আশাবাদ ব্যক্ত করেণ।

ঝিনাইদহ সদরের ১৩টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভা ও হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ৮টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভা নিয়ে গঠিত ঝিনাইদহ-২ আসন। এই আসনে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশীর সংখ্যা একাধিক থাকলেও কেন্দ্র কাউকে প্রার্থী ঘোষণা করেনি। মনোনয়ন দৌড়ে এ আসন থেকে জেলা বিএনপির সভাপতি এম এ মজিদ প্রচার প্রচারনায় অনেক এগিয়ে রয়েছে, তাছাড়া সাবেক এমপি মসিউর রহমানে ছেলে ডা: মো: ইব্রাহীম রহমান (বাবু)’র প্রচারণাও লক্ষ্য করা যায়। এ ছাড়া গণঅধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান অলোচনায় রয়েছে। তিনি জোটের প্রার্থী না হলেও গণঅধিকার থেকেই নির্বাচন করবেন এবং সে লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

এছাড়াও জাতীয় নাগরিক পাটি’র (এনসিপি) মোঃ হামিদ পারভেজ মিয়া এ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে দলীয় মনোনয়ন কিনেছেন। সরকার পতনে বৈষম্যবিরোধী ছাত্রআন্দোলনের ব্যাপক ভূমিকা থাকায় তাদের রাজনৈতিক দল এনসিপি নির্বাচনী আলোচনায় রয়েছে। নতুন দল হলেও মানুষের ভাগ্য উন্নয়ন বেকারদের কর্মসংস্থানে তারা ব্যাপক ভূমিকা রাখবেন বলে হামদি পারভেজ মিয়া দাবি করেণ। অন্য দিকে গুরুত্বপূর্ণ এ আসনটিতে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী দলটির জেলা আমির অধ্যাপক আলী আজম মোহাম্মদ আবু বকর। তিনি নির্বাচনে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে দলের নেতা কর্মীরা প্রত্যাশা করেন। তিনি প্রতিনিয়ত দলের নেতাকর্মীদের নিয়ে পিআর ও জুলাইসনদের আন্দেলনের পাশাপাশি নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে।

তাছাড়া বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী হচ্ছেন জেলা সভাপতি ডা: মমতাজুল ইসলাম। তাছাড়া বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সহসভাপতি ও দ্বাদশ জাতীয় সংসদের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য মো: নাসের শাহরিয়ার জাহেদী মহুল এবারও স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মাঠে থাকার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। তিনি বছরাধিকাল ধরে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের নির্বাচিত সহসভাপতি হিসেবে দেশের ফুটবলের উন্নয়নে ব্যাপক কাজ করে যাচ্ছেন।

এবিষয়ে নাসের শাহরিয়ার জাহেদী মহুল বলেন, ভোট গণতান্ত্রিক অধিকার রাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা ছাড়া সবাই নির্বাচনে অংশগ্রহন করতে

পারেন, জনগণ যাকে বেছে নিবেন তিনিই নির্বাচিত হবেন। তিনি এই সরকারের অধিনে নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে হবে বলে বিশ্বাস করেন। তবে এবছর নতুন ভোটাররা নির্বাচনে জয়পরাজয়ে ব্যাপক প্রভাব ফেলবে। সাধারণ ভোটারদের ধারণা শেষমেষ বিএনপি জামায়াতের মধ্যেই এই আসনে জয়-পরাজয়ের লড়াই হবে।

নির্বাচন ও গণভোটের তফসিল ঘোষণা

আগামী বছরের ১২ই ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে ভাষণে এই নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার বা সিইসি এ এম এম নাসির উদ্দিন।

ভাষণে, একই দিনে জুলাই সনদ বাস্তবায়নে গণভোট আয়োজনেরও ঘোষণা দিয়েছেন সিইসি।

২০২৪ সালের পাঁচই অগাস্ট গণঅভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকে জাতীয় নির্বাচন নিয়ে নানা প্রশ্ন, শঙ্কা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে এই নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করলো নির্বাচন কমিশন।

জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে সিইসি যেমন এই নির্বাচনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন, তেমনি ভোট আয়োজনে ইসির সামনে নানা চ্যালেঞ্জের কথাও বলেছেন।

সব রাজনৈতিক দল, প্রার্থীদের ভোটে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন সিইসি। সেই সাথে ভোটারদেরও নির্ভয়ে ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো একই দিনে জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। জাতীয় নির্বাচনের ব্যালট হবে সাদা, আর গণভোটের ব্যালট হবে গোলাপি।

এবার নির্বাচনের দিনেই গণভোট অনুষ্ঠিত হওয়ায়, ভোটগ্রহণের সময়

একঘণ্টা বাড়িয়ে সকাল সাড়ে সাতটা থেকে বিকেল সাড়ে চারটা করা হয়েছে।

রেওয়াজ অনুযায়ী, তফসিল ঘোষণা থেকে ভোট গ্রহণের দিনের মধ্যে ৪০ থেকে ৪৫ দিনের পার্থক্য থাকে। তবে এবার সেই সময় বাড়িয়ে করা হয়েছে দুই মাস।

সূত্র: BBC News বাংলা

হরিণাকুণ্ডুতে মহিলাদলের নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডুতে নির্বাচনী উঠান বৈঠক করেছে জাতীয়তাবাদি মহিলাদল।

বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) সকালে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এ সভার আয়োজন করে হরিণাকুন্ডু উপজেলা ও পৌর মহিলাদল।

হরিণাকুণ্ডুু পৌর মহিলা দলের সভাপতি রেহেনা আক্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. এম মজিদ।

বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবুল হাসান মাস্টার, পৌর বিএনপির সভাপতি জিন্নাতুল হক খান, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক তাইজাল হোসেন, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আনিচুর রহমান, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম পিন্টু, জেলা বিএনপির সহ-দপ্তর সম্পাদক সাকিব আহম্মেদ বাপ্পী, উপজেলা মহিলা দলের সভাপতি সেলিনা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক সালমা খাতুন।

সভায় বক্তারা বলেন, আসন্ন জাতীয় নির্বাচন গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও জনগণের অধিকার ফিরিয়ে আনার নির্বাচন। এ জন্য তারা তৃণমূলের নেতাকর্মীদের আরও সংগঠিত হতে হবে। তাই আগামী নির্বাচনে বিএনপিকে রাষ্ট্রক্ষমতায় আনতে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহবান জানান।